দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 18 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৫

প্রাথমিক স্তরে ৪৭ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে ॥ সার্ভে রিপোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-২) নিয়ে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় জানানো হয়েছে দেশে প্রাথমিক স্তরে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর হার শতকরা ৪৭ ভাগ। অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে প্রায় অর্ধেকের মতো শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। অবশ্য পিইডিপি-২ কর্মকর্তারা জানান, এই ৪৭ ভাগের সবাই একেবারে ঝরে পড়ছে তা নয়, মাদ্রাসাসহ অন্যান্য মাধ্যমেও অনেকে চলে যাচ্ছে। সোমবার রাজধানীর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে পিইডিপি-২'র অগ্রগতি ও অর্জন নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই কর্মশালা। শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী, এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর হুয়া দু, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এম মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক খন্দকার আসাদুজ্জামান ছাড়াও কর্মশালায় অতিথি হিসেবে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, এনসিটিবি চেয়ারম্যান ইউসুফ ফারুক, রাশেদা কে চৌধুরীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা বক্তৃতা করেন। কর্মশালায় পিইডিপি-২-এর আওতাধীন ২০০৫ সালের বেসলাইন সার্ভে রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে ৪৭ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে বলে জানানো হয়। তবে সর্বশেষ ২০০৬ এবং ২০০৭ সালের রিপোর্ট কেন প্রকাশ করা হয়নি এমন প্রশ্নের জবাবে কর্মকর্তারা জানান, আগামী দুই মাসের মধ্যে সেটি প্রকাশ করা হবে। তারা জানান, চার ধরনের স্কুলকে বিবেচনা করে এই সার্ভে করা হয়েছে। এগুলো হলো সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পিটিআই অধীভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী পিইডিপির বিভিন্ন ইতিবাচক দিক তুলে ধরেন। একই সঙ্গে তিনি গুণগতমান এখন অর্জন হয়নি বলেও জানান। তিনি বলেন, গুণগতমান অর্জনের জন্য যা করার দরকার তা হয়ত হয়েছে কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় গুণগতমানের ওপর এখনও তা পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। অবশ্য রাতারাতি ব্যাপক উন্নয়ন হবে না। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সফল হবে বলেও আমি বিশ্বাস করি। হুয়া দু কর্মসূচীর বিভিন্ন অগ্রগতি নিয়ে বক্তৃতা করেন। প্রসঙ্গত পিইডিপি-২ সরকার ও এগারোটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের যৌথ ও সমন্বিত অর্থায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে গৃহীত একটি উপখাত ভিত্তিক কর্মসূচী। কর্মসূচীর মোট বাজেট এক দশমিক আট বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার মধ্যে আট শ' ৬৪ মিলিয়ন ডলার উপবৃত্তির জন্য। কর্মসূচীর মেয়াদকাল ২০০৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত।